চুয়াডাঙ্গা ৪ হাজার পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা ডিবি পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৪ হাজার পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মনিরকে (২৪) গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত মনির দর্শনা পৌরসভার দর্শনা বাসস্ট্যান্ড হাজী পাড়ার আবু বাক্কার ছেলে।

জানাযায় আজ মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএমের নেতৃত্বে, ডিবি পুলিশের অফিসার ইনচার্জ, ফেরদৌস ওয়াহিদের সংবাদের ভিত্তিতে এস আই ওহিদুল ইসলাম, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মনিরকে গ্রেফতার করে। চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন জিন্নাতপুর টু মাখালডাঙ্গা মাঠের মধ্যে খোদাবক্সের জমির সামনে পাকা রাস্তার উপর অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। এ অভিযানে তার কাছ থেকে ৪ হাজার পিচ ট্যাপেনডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় মনিরের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা হয়েছে। আজ মনিরকে মাদকদ্রব্য আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে এমপি-মন্ত্রীরা প্রভাব খাটালে তাদের মান ক্ষুন্ন হবে-আহসান হাবিব

আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে এমপি-মন্ত্রীরা প্রভাব খাটালে তাদের মান ক্ষুন্ন হতে পারে হুশিয়ারি দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোঃ আহসান হাবিব খান। আজ

মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে ঝিনাইদহসহ ৫জেলার নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আমাদের সম্মানিত পলিটিক্যাল নেতৃবৃন্দ আছেন, সম্মানিত মেম্বর অব পার্লামেন্ট আছেন এবং মন্ত্রী মহোদয়রা আছেন তারা এই ভোট কার্যক্রমকে আন্তরিক ভাবে সহায়তা করবেন। কোন পক্ষপাতিত্ব বা কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। এটি আমরা বিশ্বাস করি এবং আশা করি। যদি এটার বিচ্যুতি হয় তাহলে তাদের সম্মানটা ক্ষুন্ন হবে। এ ব্যাপারে আমরা খুব সজাগ ও সচেতন।
নির্বাচন কমিশনার বলেন, এবার যেহেতু প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হবে। সেখানে সহিংসতা হবে না বলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী ও প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্টরা আমাকে আশ্বাস্ত করেছেন।

গত নির্বাচনের মতই আগামী দিনগুলোতে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করে নির্বাচন কমিশনার বলেন, আপনারা আমাদের যেভাবে গত দিনে সহায়তা করেছেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেভাবে সহায়তা করেছেন ঠিক একই ভাবে শুধু এই উপজেলা নির্বাচনেই না ভবিষ্যতের সকল নিবাচনে আমাদের সহযোগিতা করবেন। আপনাদের কাছে বস্তুনিষ্ট সংবাদ পরিবেশনা কামনা করছি।

এর আগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সভায় ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার নির্বাচন কর্মকর্তাসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের নির্বাচন নিয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি।

সভায় ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ৫ টি জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ নির্বাচন কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন।

আলমডাঙ্গায় মাটি কাটার অপরাধে ইউপি সদস্যকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় অবৈধভাবে পুকুর খননের নামে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রয়ের অভিযোগে ইউপি সদস্যকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, উপজেলার কুমারী ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য শরিফুল ইসলাম। দীর্ঘদিন যাবৎ কুমারী গ্রাম এলাকা থেকে পুকুর খননের নামে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রি করছে। ইটভাটায় মাটি পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ট্রাক্টর। এতে ট্রাক্টরে পরিবহনে সড়কে কাঁদামাটি পড়ে জনসাধারণ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এসময় মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে কুমারী ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলামকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

পাঁচজন মিলে ছাগল করলাম চুরি আর পুলিশ আটক করলো আমাকে– চোর রাজু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার চারুলিয়া গ্রামে ছাগল চুরির অভিযোগে রাজু খান নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার দুপুর ১ টার দিকে দিকে ছাগলসহ রাজুকে তার বাড়ি থেকে আটক করে নাটুদাহ ফাঁড়ি পুলিশ। এর আগে গতকাল রবিবার (৩১ মার্চ) বিকেলে ছাগল চুরির ঘটনা ঘটে।

আটকের সময় আক্ষেপ করে রাজু বলেন, ‘পাঁচজন মিলে ছাগল চুরি করলাম। আর পুলিশ সবাইকে না আটক করে, শুধু আমাকে আটক করলো। আমি চাই সবাই আটক হোক।’

সরল স্বীকারোক্তিতে অভিযুক্ত রাজু আরও বলেন, ‘পার্শ্ববর্তী শিবপুর গ্রাম থেকে সাদা রঙের একটি ছাগল ইজিবাইক নিয়ে পাঁচজন মিলে চুরি করি। পরে ১২ হাজার টাকা ছাগলের দাম ধরে সহযোগী অন্যদের টাকা দিয়ে দেই এবং ছাগল নিয়ে বাড়ি আসি। এর কিছুক্ষণ পর পুলিশ আমাকেই ধরে এনেছে।’

ছাগল চুরির সময় আর কে কে ছিল- এমন প্রশ্নে রাজু বলেন, ‘একটা ইজিবাইক নিয়ে আমরা ছাগল চুরি করি। এসময় আমি, চারুলিয়া গ্রামের সালমান শাহ, ইজিবাইক চালক সুজন, জামিরুল ও নবাব একসঙ্গে ছিলাম।’

স্থানীয়রা জানান, ছাগল চুরির ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটে। গতকাল রবিবার রাতে একটা ছাগলসহ ফাঁড়ি পুলিশ একজনকে আটক করেছে। তবে এই ছাগল চোরদের একটা গ্যাং আছে।

এ বিষয়ে নাটুদাহ পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) রুহুল আমীন বলেন, ‘গতকাল রবিবার বিকেলে শিবপুর গ্রামে ছাগল চুরি হয়। রাজু ও সালমান নামের দুজন চোরকে ধরে দামুড়হুদা মডেল থানায় সোর্পদ করা হয়েছে আর একজন চোর পলাতক রয়েছে বলেও জানান। এই চোরচক্রের অন্য সদস্যদের ধরতে পুলিশি অভিযান চলছে বলে জানান তিনি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই মাহবুবুর রহমানের সাথে কথা বললে তিনি জানান চোরদের বিষয়ে আইনগত ব্যাবস্থা পক্রিয়াধীন রয়েছে। ছাগল চোর চক্রের সদস্যদের গ্রেফতার করায় দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবির ও নাটুদা ক্যাম্পের এ এস আই রুহুল আমিন কে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

চুয়াডাঙ্গায় দুর্ঘটনা কবলিত পিকআপ ভ্যান থেকে ৭৭০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গায় একটি দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপ ভ্যান থেকে ৭৭০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার সকালে শহরের সিএন্ডবি পাড়া থেকে পিকআপটি জব্দ করা হয়। তবে এসময় কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা দিয়ে একটি ফেনসিডিলের চালান পাচার হবে। এমন তথ্য পেয়ে শহরের সিএন্ডবি পাড়ায় অভিযান চালায় সদর থানা পুলিশের এসআই মেফাউল হাসান। এসময় সন্দেহজনক একটি পিকআপ সড়কের পাশে দুর্ঘটনাকবলিত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে ওই পিকআপটি জব্দ করে বিশেষ কায়দায় লুকানো ৭৭০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান জানান, এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান তিনি।

জীবননগরে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে হামলার শিকার ৩ সাংবাদিক, গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার মনোহরপুরে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় প্রধান আসামি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আব্দুর রশিদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার তাঁকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত

কর্মকর্তা (ওসি) এসএম জাবীদ হাসান।

তিনি বলেন, সাংবাদিকের ওপর হামলায় ঘটনায় মো. মিঠুন থানায় লিখিত অভিযোগ করেছিল। পরে সেটি মামলা হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। অভিযান চালিয়ে মামলার এক নম্বর আসামি আব্দুর রশিদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মাই টিভি ও সময়ের সমীকরণের প্রতিনিধি মো. মিঠুন বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার একটি গোপন সূত্রে জানতে পারি, মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ও মৃত ফকির চাঁদের ছেলে আব্দুর রশিদ দীর্ঘদিন যাবত গোপনে কৌশল অবলম্বন করে অন্য মানুষের ভুয়া নাম ব্যবহার করে টিসিবির কার্ড তৈরি করে টিসিবির পণ্য আত্মসাৎ করছেন। তিনি সম্প্রতি বেশ কয়েকজনের টিসিবির পণ্য তুলে বাড়ি নিয়ে গেছেন। এমন সংবাদ পেয়ে আমি, সাংবাদিক এআর ডাবলু ও তুহিন তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে গিয়েছিলাম।

জিজ্ঞাসার একপর্যায়ে আব্দুর রশিদের স্ত্রী বলেন, তার স্বামী টিসিবির পণ্য রান্না ঘরে এনে রেখেছন। আমরা সেখানে টিসিবির দুই বস্তা চাল আর কিছু টিসিবির তেল দেখতে পাই। আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে ইউপি সদস্য আব্দুর ক্ষিপ্ত হয়ে গালাগালি করতে থাকেন। একপর্যায়ে আব্দুর রশিদ (৪২) তার ভাই তরিকুল ইসলাম তরির (৪৬) নেতৃত্বে আব্দুর রশিদের ছেলে আমির হামজা অঙ্কন (২৫), মৃত মাহাতাব উদ্দিনের ছেলে মো. হাসিবুর রহমান সুমনসহ (৩০) আরও ৪/৫ জন আমাদের ওপর হামলা করেন। এসময় আমাদের কাছ থেকে ক্যামেরা ভাঙচুর করে। পরে আমি জীবননগর থানায় একটি মামলা দায়ের করলে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১নং আসামিকে আটক করেছে তবে এ ঘটনার আমি সুষ্ঠ বিচার চাই। এদিকে শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ আব্দুর রশিদ মেম্বারের বাড়িতে সরেজমিনে তদন্ত করেন।

জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু ও জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম আর বাবু জীবননগরে সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনার সাথে জড়িত ইউপি সদস্য আঃ রশি কে আটক করায় জীবননগর সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে জীবননগর থানা পুলিশকে সাধুবাদ জানান।

মেহেরপুর জজশীপের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ২ দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা জজশীপের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। কর্মশালাটির আয়োজন ও উদ্বোধন করেন ভারপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে সনদ ও সৌজন্য উপহার প্রদান করা হয়।

গত বুধ ও গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের সম্মেলনে কক্ষে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

আদালতে কর্মরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সহায়ক কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্ম পরিবেশের উন্নয়ন সহ শৃঙ্খলা সাধন এবং কর্মচারীদের কাজের অগ্রগতি ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ইন হাউজ প্রশিক্ষণটি আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন যথাক্রমে ভারপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ১ম আদালতের বিচারক মো: শাহিনুর রহমান, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেন সিনিয়র সহকারী জজ মেহেদী হাসান মোবারক মুনিম এবং সিনিয়র সহকারী জজ মোঃ নাহিদ হোসেন।

কর্মশালায় কর্মস্থলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, কর্মচারীদের পোশাক পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়, অফিস ব্যবস্থাপনা ও সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধি, পরোয়ানা গ্রহণ, ইস্যু, জারি, নেজারত কার্যক্রম, মামলার কার্যক্রম, সেরেস্তা ও রেকর্ড রুমে মামলা সংরক্ষণ, নকল দেয়ার নিয়ম কানুন, নথি বিন্যাস ও কোর্টে দাখিলী ডকুমেন্টস বিসয়ে এক্সজিবিট বা প্রদশর্নী চিহ্নিতকরণ বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার পর সনদ ও শুভেচ্ছা স্মারক বিতরণ করাতে সকলে ভারপ্রাপ্ত জেলা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাসের প্রতি ধন্যবাদ অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। প্রশিক্ষনার্থীরা জানান এই ধরনের প্রশিক্ষণে তারা কর্মক্ষেত্রে অনেক উপকৃত হবেন। পাশাপাশি সনদ ও শুভেচ্ছা স্মারক চাকুরী জীবনের স্মৃতি হিসেবে রয়ে যাবে।

সাড়ে ৪ বছর কারাভোগ শেষে আপন ঠিকানায় ভারতীয় নাগরিক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট হতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় নাগরিক দীপক কুমার ঠাকুরকে (৩৫) হস্তান্তর করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সোয়া ১২টায় দর্শনা সীমান্তের ৭৬ নম্বর খুঁটি সংলগ্ন এলাকায় দু’দেশের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ওই নাগরিককে হস্তান্তর করা হয়।

দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ইনচার্জ এসআই আতিকুর রহমান জানান, ভারতের বিহার রাজ্যের সমস্তিপুর জেলার ওয়ারিশনগর থানার মনিহারপুর গ্রামের শ্রীরাম নরেশ ঠাকুরের ছেলে দীপক কুমার ঠাকুর অবৈধভাবে সীমান্ত গলিয়ে এদেশে প্রবেশ করে। অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে তার বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর পিরোজপুর থানায় একটি মামলা হওয়ায় পর তাকে আদালতে সোর্পদ করা হয়। সে সময় পিরোজপুর আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশে দেন। ২০২৩ সালের ১৮ অক্টোবর পিরোজপুর জেলা কারাগার হতে তাকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে নেয়া হয়। এরপর ৪ বছর ৬ মাস ১৯ দিন পর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাকে তার বাবা শ্রীরাম নরেশ ঠাকুর ও তার মেয়ের স্বামী গৌরব কুমারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

হস্তান্তরের সময় ভারতীয় বিএসএফের কোম্পানী কমান্ডার এসি ভিওসি এইচ মাখেন এবং বিএসএফের কমান্ডেন্ট নাগা রঞ্জন, ডিআইবি সাধন কুমার মন্ডল ও কৌশিক বিশ্বাস,কাস্টমস সুপার রামওতার পি যাদব, কৃষ্ণগঞ্জ থানার এসআই তন্ময় দাস, গেদে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা জিসি দে ও রেডক্রসের প্রতিনিধি চিত্ত রঞ্জন দাস। এদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টের ইনচার্জ সুবেদারের এনামুল কবির, কাস্টমস সুপার জাহিদ হাসান, দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ এসআই আতিকুর রহমান, দর্শনা থানার এসআই ফাহিম হাসান এ এস আই আঃ মমিন, ও জেলা কারাগারের কারারক্ষী মনিরুজ্জামান।

কোটচাঁদপুরে মহিলা মাদক কারবারি আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৫০গ্রাম গাঁজা সহ মঞ্জুরি দাসি (৩৭) নামে এক মহিলা মাদক কারবারি কে আটক ও পরিত্যক্ত অবস্থায় দেশি তৈরি ৮ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করেছে ঝিনাইদহ জেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের সদস্যরা।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে কোটচাঁদপুর পৌর শহরের টিএনটি অফিস সংলগ্ন ঋষি পাড়া থেকে তাকে আটক করা হয়। সে ঋষি পাড়ার দিলিপ কুমারের স্ত্রী।

জেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের ইন্সপেক্টর শেখ মুস্তাফিজুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পরি পৌর শহরের টিএনটি অফিস সংলগ্ন ঋষি পাড়ায় একজন মাদক কারবারি অবস্থান করছে। তখন সেখানে অভিযান পরিচালনা করে মঞ্জুরি দাসি নামে এক জন মহিলা মাদক কারবারি কে ৫০ গ্রাম গাঁজা সহ আটক করা হয়। আটকের পরে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করে মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাঁজা সহ মডেল থানায় আসামি হস্তান্তরে বিষয় নিশ্চিত করেছে ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক এস আই শামীম।

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি-জামায়াতের ৪৭ নেতা-কর্মী কারাগারে

চুয়াডাঙ্গায় নাশকতা মামলায় বিএনপি-জামায়াতের ৪৭ নেতা-কর্মীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। হাইকোর্ট থেকে নেওয়া আগাম জামিনের

মেয়াদ শেষ হওয়ায় গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে নিম্ন আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে জেলা ও দায়রা জজ মো. জিয়া হায়দার তা নামঞ্জুর করে তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এসময় ৩ নেতা-কর্মীর জামিন দেন তিনি।

এদিকে, একে একে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিলে হাজিরা দিতে আসা প্রায় ৫৩ জন নেতা-কর্মী আদালত থেকে পালিয়ে যান।

বিএনপি দলীয় আইনজীবী অ্যাড. শাহাজাহান মুকুল জানান, নাশকতা মামলায় হাইকোর্ট থেকে ৬ সপ্তাহের আগাম জামিনে ছিলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। আগামী রোববার (৩১ মার্চ) আগাম জামিনের মেয়াদ শেষ হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার ১০৭ জন চুয়াডাঙ্গা জেলা জজ আদালতে হাজির হয়ে পুনরায় জামিন আবেদন করেন। এদের মধ্যে ৩ জনকে জামিন ও ৪৭ জনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন জেলা ও দায়রা জজ মো. জিয়া হায়দার। এসময় আদালত থেকে ৫৩ জন নেতা-কর্মী হাজিরা না দিয়ে চলে যান। তিনি বলেন, তারা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, বর্তমান ফ্যাসিস্ট সরকার বিচার বিভাগ, পুলিশ-প্রশাসনসহ সবকিছু হাতের মধ্যে নিয়ে নিয়েছে। মানুষের বিচার বিভাগের প্রতি যে আস্থা ছিল, সেটিও হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের নেতা- কর্মী প্রকৃত ন্যায়বিচার পাননি। আদালত ফরমায়েশিভাবে নেতা- কর্মীদের কারাগারে পাঠিয়েছেন।